ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ১২/০৪/২০১৮ ।।

ধর্মনগরে বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার

ধর্মনগর, ১২ এপ্রিল।। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ধর্মনগর চাপ্টার এবং ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে গতকাল বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে এক সাংকৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞানের আবিস্কার এবং তার সুফল মানুষের কাছে পৌছে দিতে বিজ্ঞান বিষয়ক জাতীয় সেমিনারের অঙ্গ হিসাবে এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এবং ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনকে সংবর্ধনা জানানো হয়। বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন এর হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ধর্মনগর চাপ্টারের সভাপতি ড: শম্ভুনাথ রক্ষিত। অনুষ্ঠানে কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পী মল্লার রক্ষিত, নীলা মুখার্জী এবং সুব্রত তালুকারকেও মঞ্চে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শিল্পীদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, বিজ্ঞানকে আরও বেশী করে মানুষের কাজে পৌছানোর জন্য আরও বেশী করে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড: শম্ভুনাথ রক্ষিত।

নলছড় ব্লকে বহুমুখী ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্পে ১১৩ পরিবারকে গৃহ

সোনামুড়া, ১২ এপ্রিল।। কেন্দ্রীয় সরকারের বহুমুখী ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্পে নলছড় ব্লকে ৪৩টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য এই প্রকল্পে নলছড় ব্লকে ইতিমধ্যেই ৭০টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ব্লক এলাকার ১১৩ পরিবার উপকৃত হবেন। তাছাড়া স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্পে এই ব্লকে ৮৫টি স্বাস্থ্য সম্মত শৌচালয় নির্মাণের কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই ২২১টি স্বাস্থ্য সম্মত শৌচালয় নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এই প্রকল্প ব্লকের ৩০৬ পরিবার স্বাস্থ্য সম্মত শৌচালয়ের সুযোগ পাবেন।

গোমতী জেলায় সড়ক সপ্তাহ উদযাপনের কর্মসুচী

উদয়পুর, ১২ এপ্রিল।। আগামী ২৩ এপ্রিল গোমতী জেলাভিত্তিক ২৯তম সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হবে। এইদিন সকাল ৭টায় রাজারবাগ মোটরস্ট্যান্ডে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সড়ক সপ্তাহ উদযাপনের সূচনা হবে। সড়ক সপ্তাহ উদযাপনের এবারের স্লোগান হল সড়ক সুরক্ষা, জীবন রক্ষা। গতকাল গোমতী জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে জেলা শাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমারের সভাপতিত্বে এনিয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সড়ক সুরক্ষা বিষয়ক পথ নাটক, ক্যুইজ, মহিলাদের ভলিবল প্রতিযোগিতা সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। ২৪ এপ্রিল রাজারবাগ মোটরস্ট্যান্ডে গোমতী জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যালয়ের উদ্যোগে চক্ষু চিকিৎসা শিবির আয়োজিত হবে। আগামী ২৬ এপ্রিল মহকুমা ভিত্তিক সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ অনুষ্ঠানটি হবে উদয়পুর টাউন হলে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। গতকালের এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উদয়পুর মহকুমা শাসক সুভাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ এবং মোটর শ্রমিকের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি যান্ত্রিকরণ প্রকল্পে উত্তর জেলায় পাওয়ার টিলার

ধর্মনগর, ১২ এপ্রিল।। কৃষি যান্ত্রিকরণ প্রকল্পে উত্তর জেলায় ভর্ত্তুকীতে পাওয়ার টিলার দেওয়া হচ্ছে। জেলায় ৪৭ জন কৃষক এই সুবিধা পাবেন। প্রতিটি পাওয়ার টিলারের মূল্য ১ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৯৪ টাকা। প্রত্যেক বেনিফিসিয়ারী এই প্রকল্পে ৭৫ হাজার টাকা ভর্ত্তুকীতে পাওয়ার টিলার সংগ্রহের সুযোগ পাবেন।

বিশালগড়ে ডায়াবেটিস চিকিৎসা শিবির

বিশালগড়, ১২ এপ্রিল।। স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে সম্প্রতি বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন স্থানে ৩টি ডায়াবেটিস চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরগুলিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার ৫৫০ জনকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয় এবং এদের মধ্য থেকে সন্দেহ প্রবণ ৪১৪ জনের সুগার পরিমাপ করা হয়। শিবিরগুলি অনুষ্ঠিত হয় সরকার টিলাস্থিত মিলন সংঘ, নবীননগর কমিউনিটি হল এবং রাঙ্গামাটিয়া নাট মন্দিরে। শিবিরগুলিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগীদের চিকিৎসা করেন।

উনকোটি জেলায় আম্বেদকর জয়ন্তীর প্রস্তুতি

কৈলাসহর ১২ এপ্রিল।। উনকোটি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ড. বি আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে আগামী ১৪ এপ্রিল উনকোটি কলাক্ষেত্রে জেলা ভিত্তিক সামাজিক ন্যায় দিবস হিসেবে পালন করা হবে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন উনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ। সম্মানিত অতিথি হিসাবে বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, বিধায়ক মবস্বর আলী, বিধায়ক ভগবান দাস, বিধায়ক সুধাংশু দাস, চন্ডীপুর ও গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মধুময় মালাকার ও শান্তি সিনহা, কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মনীষ সাহা, জেলা শাসক ডাঃ সন্দীপ আর রাঠোর, চন্ডীপুর ও গৌরনগর ব্লকের বি ডি ও প্রদীপ দেববর্মা ও বিনয় ভূষণ দাস উপস্থিত থাকবেন।

কমলপুরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৯০২টি পরিবারকে ঘর

কমলপুর, ১২ এপ্রিল।। কমলপুর নগর পঞ্চায়েত এলাকার ৯০২টি

পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর তৈরী করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ঘর নির্মাণে ব্যয় হবে ২ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৯৮ টাকা। এরমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দেবে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। রাজ্য সরকার দেবে ১৬,৬০০ টাকা এবং সুবিধাভোগীকে দিতে হবে ১ লক্ষ ৪ হাজার ৭৩২ টাকা। এছাড়া, কমলপুর নগর পঞ্চায়েত এলাকায় কেন্দ্রীয় আই এইচ এইচ এল প্রকল্পে গত অর্থ বছরের বরাদ্দ অর্থে ৩৭২টি পরিবারকে শৌচাগার নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে।

ধলাই জেলায় ডি ডি টি স্প্রে

আমবাসা, ১২ এপ্রিল।। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে গত ৩১ মার্চ থেকে ধলাই জেলার ৮টি ব্লক এলাকায় প্রথম পর্যায়ে ডি ডি টি স্প্রে করার কাজ শুরু হয়েছে। ডি ডি টি স্প্রে করার কাজ ১৩ জুন পর্যন্ত চলবে। এই কর্মসূচিতে জেলার ৯২ হাজার ৬৮৫টি পরিবারের বাড়ীতে ডি ডি টি স্প্রে করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ২৮টি দলে মোট ১৬৮ জন কর্মী ডি ডি টি স্প্রে করার কাজে যুক্ত রয়েছে।

বিলোনীয়া ও সাব্রুম সীমান্তে ১৪৪ ধারা জারী

আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। জনজীবনে নিরাপত্তা, শান্তি এবং সম্প্রীতি রক্ষায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া এবং সাব্রুম মহকুমার ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। আগামী ১ লা জুলাই, ২০১৮ পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসক এক আদেশে জানিয়েছেন ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে বি পি নম্বর-২১৮১/১৪-এস বি ও পি ঋষ্যমুখ থেকে বি পি নম্বর ২২১৪/৩ আর আই বি ও পি ছোটখিল পর্যন্ত ৫৮ কিলোমিটার এলাকায় রাত্র ১০টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে।

জেলা শাসকের আদেশে বলা হয়েছে উল্লিখিত সময়ে চার জনের বেশী ব্যক্তি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া সমবেত হতে পারবেন না। বিলোনীয়া এবং সাব্রুম মহকুমার মহকুমা শাসকের অনুমতিপত্র ছাড়া সাধারণ মানুষের চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। পুলিশ, নিরাপত্তা রক্ষী এবং সরকারি কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ কার্যকরী হবে না। বিলোনীয়া এবং সাব্রুম মহকুমায় ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে উল্লিখিত এলাকার বাইরে বসবাসকারীদের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ কার্যকরী হবে না। আদেশে বলা হয়েছে আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

খোয়াইয়ে বয়ঃসন্ধিকাল নিয়ে সচেতনতা শিবির

খোয়াই, ১২ এপ্রিল।। খোয়াই জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়ের উদ্যোগে গতকাল স্থানীয় পুরাতন টাউন হলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে বয়ঃসন্ধিকালের বিভিন্ন বিষয়ের উপর সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা বলেন, রাজ্য সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতিতে কাজ শুরু করেছে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক ও দৈহিক বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সমাজসেবী অমিত রক্ষিত বলেন, সমাজ মাতৃশক্তির উপর নির্ভরশীল। শিক্ষার সাথে মহিলাদের জীবন দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন হতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া, অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক স্বপন কুমার দাস, বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রদীপ দাস প্রমুখ। শিবিরে জেলার অন্তর্গত ১৬টি বিদ্যালয় থেকে ৪৭০ জন ছাত্রী অংশ নেন।

বিশালগড়ে আম্বেদকর জয়ন্তী উদযাপন কর্মসূচি

বিশালগড়, ১২ এপ্রিল।। আগামী ১৪ এপ্রিল সারা রাজ্যের সাথে বিশালগড় মহকুমাতেও মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১২৮তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হবে। এ দিন সকাল সাড়ে ছয়টায় গোকুলনগর বি এস এফ ক্যাম্প থেকে বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার পর্যন্ত রান ফর সোস্যাল জাস্টিস বিষয়ক হাফ ম্যারাথন দৌড়-এর আয়োজন করা হবে। মহকুমার বিভিন্ন সরকারী কার্যালয়ের কর্মীগণ সহ সকল অংশের জনগণ এই ম্যারাথনে অংশ নেবেন। সকাল ৯ টায় হরিষনগরস্থিত কমলা দেবী কাজরিয়া কমিউনিটি হলে আম্বেদকরের জীবনের উপর নির্মিত একটি পুরস্কার প্রাপ্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হবে। গত ১০ এপ্রিল বিশালগড় মহকুমা শাসকের কক্ষে অনুষ্ঠিত সভা থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাছাড়া, মহকুমা প্রশাসন থেকে আম্বেদকরের বাণী উই আর ইন্ডিয়ানস ফার্স্টলি এ্যান্ড লাস্টলি সম্বলিত একটি মোবাইল স্টিকার প্রকাশ করা হয়েছে।

দুর্যোগ মোকাবিলা : আগরতলায় দুই দিনের ট্রেনিং ও কনফারেন্স

আগরতলা,১১ এপ্রিল।। ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির উদ্যোগে উত্তর পূর্বাঞ্চলের নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর এবং ত্রিপুরা এই চারটি রাজ্যের সদর দপ্তর ও প্রতিটি জেলায় আগামী ২৬ এপ্রিল ভূমিকম্প সম্পর্কিত দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ে এক মাল্টি স্টেট মেগা মক এক্সারসাইজ প্রসেস আয়োজিত হবে। এই মেগা এক্সারসাইজ কর্মসূচিকে এরাজ্যেও সফল করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্যের রাজস্ব দপ্তর ও এন ডি এম এ-এর যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের অধিকর্তাদের নিয়ে আজ প্রজ্ঞাভবনের ৩নং প্রেক্ষাগৃহে দুদিনের ট্রেনিং, কো-অর্ডিনেশন এবং ওরিয়েন্টশান কনফারেন্স শুরু হয়েছে। এর উদ্বোধন করেন রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। উদ্বোধনী ভাষণে রাজস্ব মন্ত্রী বলেন, সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা। এর মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার ৫ নম্বর জোনে রয়েছে। মন্ত্রী শ্রী দেববর্মা বলেন, যে কোন সময় ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও ভূমিকম্পের মতো জীবন হানিকর ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে পারেন। তাই এই দুর্যোগে যাতে জীবন হানি কম হয় তার জন্য আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী এবং এর মোকাবিলার জন্য রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে সদা প্রস্তুতি রাখা দরকার। এ বিষয়ে তিনি বিগত দিনে উত্তর পূর্বাঞ্চলসহ ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও ভূমিকম্প, সুনামি, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, তখন নানা অব্যবস্থার কারণে এই দুর্যোগগুলিতে প্রচুর জীবন হানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তিনি আগামী দিনগুলিতে যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রচুর পরিমাণে জীবন হানি না ঘটে, সেই জন্যই ভারত সরকার এই মাল্টি স্টেট মেগা মক এক্সারসাইজের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি কনফারেন্সে উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তরের অধিকর্তাদের এ রাজ্যেও এই মক এক্সারসাইজ অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে করার আহ্বান জানান।

কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে কনফারেন্সের বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব মনোজ কুমার। এছাড়া, মাল্টি স্টেট মেগা মক এক্সারসাইজ বিষয়ে আলোচনা করেন এন ডি এম এ-র ব্রিগেডিয়ার কুলদীপ সিং, এম ই ব্রিগেডিয়ার অজয় গাংগুয়ার, ত্রিপুরা রাজস্ব দপ্তরের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের এস পি ও ড: শরৎ কুমার দাস এবং ত্রিপুরা রিলিফ রিহ্যাবিলিটেশনের ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের অধিকর্তা কে বি চৌধুরী। এন ডি এম এঞ্চর উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, পরিবেশ বিষয়ে ছবি আঁকা,

পোস্টার ও স্লোগান লেখা প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে ঐ সমস্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় চারটি বিভাগে ১২ জনকে, পোস্টার লেখায় চারটি বিভাগে ১২ জনকে এবং স্লোগান লেখায় তিন জনকে পুরস্কৃত করা হয়। রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার এবং শংসাপত্র তুলে দেন।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল তথাগত রায় রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল বলেছেন, আসন্ন বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন। আমি আশা করি নতুন বছরের এই শান্ত সবান্ধব পরিমন্ডলে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটবে। আসুন সবাই মিলে বাংলা নববর্ষ পালনের মধ্য দিয়ে আমরা রাজ্যের চিরাচরিত সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বকে আরো সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধ করি।

কিল্লার নোয়াবাড়িতে রাজ্য ভিত্তিক গড়িয়া উৎসব ১৩ই

উদয়পুর, ১১ এপ্রিল।। জমাতিয়া হদা এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ১৩ ও ১৪ এপ্রিল রাজ্যভিত্তিক গড়িয়া (বিয়া গৌনাঙ) উৎসব উদয়পুরের কিল্লা আর ডি ব্লকের অন্তর্গত নোয়াবাড়ী উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। ১৩ ই এপ্রিল সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন পরিবহণ, কৃষি ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া এবং বিপ্লব কুমার ঘোষ, শান্তিকালী আশ্রমের চিত্ত মহারাজ, হরিদ্বারের স্বামী ড: কেশবানন্দজী প্রমুখ। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন এম ডি সি জয়কিশোর জমাতিয়া, হদার আইনী পরামর্শদাতা দাতামোহন জমাতিয়া, সুচিত্র জমাতিয়া, কিরীট কিশোর জমাতিয়া এবং কুঞ্জ কিশোর জমাতিয়া, হদ্রার মুখপাত্র রত্নসাধন জমাতিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন হদা অক্রা পদ্মলীলা জমাতিয়া। উৎসব উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় শিল্পীরা ছাড়াও রাজ্যের ও বহি:রাজ্যের শিল্পীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংগীত, নৃত্য, পরিবেশন করবেন। উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নীহারিকার সৌজন্য সাক্ষাৎ

আগরতলা,১১ এপ্রিল।। সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে আজ রাজ্যের সংগীত শিল্পী নীহারিকা নাথ সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারকালে মুখ্যমন্ত্রী নীহারিকার সংগীত প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী নীহারিকার হাতে পুষ্পস্তবক ও উপহার সামগ্রী তুলে দেন।

শান্তিরবাজারে বসন্ত উৎসব

শান্তিরবাজার,১১ এপ্রিল।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং শান্তিরবাজার পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে গতকাল শান্তিরবাজার কমিউনিটি হলে শান্তিরবাজার মহকুমা ভিত্তিক বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। উৎসবে মহকুমা এলাকার ১৯টি সাংস্কৃতিক সংস্থা ও বিদ্যালয় থেকে ১৮০ জন শিল্পী মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ গৌরী শংকর রিয়াং। বিশেষ অতিথি হিসেবে বকাফা ব্লকের বি ডি ও প্রদীপ সরকার এবং শান্তিরবাজার বিদ্যালয় পরিদর্শক দুলাল বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রদীপ দাস। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিধায়ক শ্রীরিয়াং সহ উপস্থিত অতিথিগণ শান্তিরবাজার সুগারমিল কমপ্লেক্সস্থিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বইমেলায় জীবনানন্দ দাশের স্মরণে আলোচনাচক্র

আগরতলা,১১ এপ্রিল।। ৩৬তম আগরতলা বইমেলার দশম দিনে আজ শিশু উদ্যানে বইমেলার মুক্তমঞ্চে কবি জীবনানন্দ দাশকে স্মরণে রেখে কবিতা বিষয়ক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। স্বাতী ইন্দু-এর সঞ্চালনায় এই আলোচনাচক্রে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নকুল দাস, নকুল রায়, অশোকানন্দ রায়বর্ধন প্রমুখ। আলোচনাচক্রে কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনী ও তাঁর কবিতার প্রসঙ্গ নিয়ে বক্তাগণ আলোচনা করেন। এদিকে, গতকাল বইমেলার নবম দিনে মোট ১২ লক্ষ ১৩ হাজার ৩৫১ টাকার বই বিক্রি হয়েছে।

অনলাইনেও অভিযোগ দায়ের করার ব্যবস্থা চালু

আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করে তাদের অভাব অভিযোগ শোনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী জনতার দরবার আয়োজন করেছেন। সে অনুযায়ী রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য শুক্রবার সচিবালয়ে আসছেন এবং তাদের অভাব অভিযোগ লিপিবদ্ধ করছেন। এখন এই ব্যবস্থা ছাড়াও জনসাধারণ ইচ্ছা করলে যে কোন জায়গা থেকে যে কোন সময়ে তাঁদের অভিযোগ পিজি পোর্টালে অনলাইনে মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোন দপ্তরের কাছে জানাতে পারবেন। এই সুযোগ চব্বিশ ঘন্টা চালু থাকবে এবং সরাসরি দায়ের করা অভিযোগের মতোই অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগকেও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। তবে কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলির ব্যাপারে অনলাইন অভিযোগ প্রযোজ্য হবে না যেমন, যে সব মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে কিংবা আদালতের দেওয়া কোন রায়, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কলহ, আর টি আই বিষয়ক ব্যাপার, দেশের আঞ্চলিক সংহতি বা প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্পর্ককে বিপন্ন করে এমন বিষয় কোন প্রস্তাব/পরামর্শ ইত্যাদি।

অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করতে হলে প্রথমে পি জি পোর্টাল অর্থাৎ https://pgportal.gov.in-এ গিয়ে রেজিষ্টার করতে হবে, তারপর ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড দিয়ে CPGRAMS-এ লগ ইন করতে হবে। যদি এভাবে অভিযোগ দায়ের করতে কেউ অসফল হন তাহলে নিকটবর্তী ডি এম, এস ডি এম, বি ডি ও অফিস বা কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টারে(সি এস সি) গিয়ে তাদের সাহায্য নিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। সমস্ত ডি এম, এস ডি এম, বি ডি ও-দের সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র স্ক্যান ও আপলোড করা সহ সমস্ত ধরণের সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টারে এজন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবার বন্দোবস্ত করার জন্য তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধিকর্তাকে অনুরোধ করা হয়েছে।

পূর্বোত্তরের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ব্যয়ের ১০০ শতাংশ
অর্থ বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার : ডোনার মন্ত্রী

আগরতলা,১০ এপ্রিল।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে এখন ১০০ শতাংশ অর্থই বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার।

আগে এই প্রকল্পগুলির জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্থিক বরাদ্দের অনুপাত ছিলো ৯০ ঃ ১০। অর্থাৎ ৯০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করতো কেন্দ্রীয় সরকার। ১০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করতো রাজ্য সরকারগুলি। এই অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রেও অনেক সময় রাজ্যগুলি তাদের সমস্যার কথা বলতো। তাই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন প্রকল্পে পুরো অর্থই কেন্দ্রীয় সরকার বহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ রাজ্য অতিথিশালা সোনারতরীতে নিতি ফোরাম নর্থ-ইস্ট-এর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রকের মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং সাংবাদিকদের এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এজন্য উত্তর-পূর্ব পর্ষদ (এন ই সি) থাকা সত্ত্বেও প্রথম অঞ্চল ভিত্তিক নিতি আয়োগ গঠন করা হয়েছে। এই দুটি ফোরাম একসঙ্গে কাজ করলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন দ্রুত গতিতে হবে বলে আশা প্রকাশ করে শ্রীসিং বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে নিতি আয়োগ গঠন করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে মূল্যবান পরামর্শ পাওয়া গেলে আখেরে এই অঞ্চলই উপকৃত হবে।

ডোনার মন্ত্রকের মন্ত্রী শ্রীসিং জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য পৃথক রোড ডেভেলপমেন্ট স্কীম হাতে নেওয়া হয়েছে। নরেন্দ্র মোদির সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর গত চার বছরে এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য ২১ শতাংশ অর্থ বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অর্থের পুরোটাই বরাদ্দ হয়েছে ডোনার মন্ত্রকের মাধ্যমে। এই পুরো প্রক্রিয়াটিতেই অত্যন্ত স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়েছে। শ্রীসিং জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ৬৫ বছরে যা হয়নি গত ৪ বছরে তা করা হয়েছে। পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি জানান, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এই অঞ্চলের জন্য যেখানে ব্যয় করা হয়েছিলো ২৪ হাজার কোটি টাকা সেই জায়গায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় হয়েছে ২৯ হাজার ৬৩৪ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এই সময়ে এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নের জন্য ৬০০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ ব্যয় হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ডোনার মন্ত্রকের মন্ত্রী শ্রীসিং বলেন, এই অঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে দেশের অন্যত্র বড় যে কোনও রাজ্যে যাওয়া অনেক বেশি সহজতর। কিন্তু এই অঞ্চলের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাওয়া তত বেশি সহজতর নয়। তাই এই অঞ্চলের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর বেশি জোর দিতে হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে নিতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান তথা নিতি ফোরাম নর্থ-ইস্ট-এর চেয়ারম্যান ডা: রাজীব কুমার জানান, প্রধানমন্ত্রী নিজে এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী। এজন্যই তিনি বলেছিলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে হীরা বানাতে হবে। এই কথা বলার মধ্য দিয়ে তিনি এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন তথা যোগাযোগের পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছিলেন। কারণ এই বিষয়টি করা গেলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করা সহ অনেক বিষয় সহজতর হয়ে যাবে। এই অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের উপরও ডা: রাজীব কুমার গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ডোনার মন্ত্রকের সচিব নবীন ভার্মা জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য পাঁচটি ক্ষেত্রকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এগুলি হচ্ছে হর্টিকালচার, পর্যটন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বাঁশ চাষ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তৈরী সামগ্রী। এছাড়া ষষ্ঠ ক্ষেত্র হতে পারে শিক্ষা। তিনি বলেন, এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির এক শহর থেকে আরেক শহরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সবকয়টি রাজ্যের রাজধানীকে বিমান পথের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এর জন্য উড়ান ১ এবং ২-এর পর উড়ান ৩-এর কথাও চিন্তা করা যেতে পারে। দেশের সবকয়টি জেলা সদরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির শো-রুম খোলার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি জানান, সারা দেশের মধ্যে ১১৫টি জেলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলি উন্নয়নের দিক দিয়ে পিছিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ১৪টি জেলা রয়েছে। এগুলির উন্নয়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, নিতি ফোরাম নর্থ-ইস্ট-এর প্রথম বৈঠকটি আজ অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য অতিথিশালা সোনারতরীতে। কেন্দ্রীয় সরকার নিতি ফোরাম নর্থ-ইস্ট গঠন করার পর ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। এতে উপস্থিত ছিলেন নিতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান তথা নিতি ফোরাম নর্থ-ইস্ট-এর চেয়ারম্যান ডা: রাজীব কুমার, কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রকের মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও, ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, অরুণাচল প্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী চওনা মেইন, নাগাল্যান্ডের পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী নেইবা ক্রোনু, মিজোরামের পরিকল্পনা ও অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী লালসাওটা, আসামের পূর্তমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য প্রমুখ।

বইমেলায় সংখ্যালঘু ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনাচক্র

আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। ৩৬তম আগরতলা বইমেলার আজ নবম দিনের সন্ধ্যায় শিশু উদ্যানের মুক্তমঞ্চে সংখ্যালঘু ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি (চাকমা, মগ, বংচের, সাইমার) শীর্ষক আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়। শুরুতেই আলোচনাচক্রের সঞ্চালক কবি ও লেখক নন্দকুমার দেববর্মা সাইমার ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। জুমিন থাংগা বংচের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। গৌতম লাল চাকমা চাকমা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, চাকমা ভাষায় সাহিত্য চর্চা বর্তমানে হচ্ছে। তার চর্চা আরও বাড়াতে হবে। আলোচক ঊষাজেন মগ মগ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনায় বলেন, জনজাতিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষাগুলির মধ্যে মগ ভাষাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। অন্যান্য ভাষার মতো এ ভাষায়ও রূপকথার গল্প, নাটক ও যাত্রাপালা রয়েছে।

বইমেলার নবম দিনে ৮টি নতুন বইয়ের প্রকাশ

আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। বইমেলার মুক্তমঞ্চে আজ ৮টি নতুন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। বইগুলি হলো কৃষ্ণধন নাথের ছড়ার বই পালা বদলের ছড়া, ড. আশিস কুমার বৈদ্যের অমর একুশে, উনিশে ও বীরেন্দ্র নাথ দত্ত বিষয়ক ভাবনা, লেখক হরিহর সাহার হৃদয়ের কোনও বর্ণ নেই, লেখক প্রীতম ভট্টাচার্যের বিজ্ঞানের কথা ও জ্ঞানের কথা, লেখক কৃষ্ণ কুসুম পালের কৃষ্ণ কুসুমের বর্ণমগ্ন সহমরণ ও ত্রিপুরার তীর্থময়ী বিলোনীয়া। ড. অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামকৃষ্ণ কথামৃত এবং লেখক জ্যোতির্ময় রায়ের বরাক উপত্যকার ১৯শের ভাষা আন্দোলন ও দ্বাদশ শহীদ কথা।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সংস্কৃত ভারতীর সাংগঠনিক সম্পাদকের সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার

আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। নিউদিল্লিস্থিত সংস্কৃত ভারতী-র সর্বভারতীয় সাংগঠনিক সম্পাদক দিনেশ কামাথ আজ সন্ধ্যায় মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন ডোনার মন্ত্রকের সচিব নবীন ভার্মা।